যুগান্তর

তারিখ 26 NOV 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

# প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল হোতারা ধরাছোঁয়ার বাইরে

মাহমুদুল হাসান নয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩-১৪ সেশনে প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলেও চক্রের মূল হোতারা এখনও রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। যদিও প্রশ্নপত্র জালিয়াতির ঘটনায় এ পর্যন্ত প্রায় ২০ জনকে আটক করা হয়েছে। তবে আটককৃতদের থানায় নেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে নতুন কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে রাজনৈতিক প্রভাবশালী কয়েকটি চক্রের কারণেই ঘটনার মূল হোতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না।

এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জালিয়াতির ঘটনা অতীতের সব ঘটনাকে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কোনো একটি ইউনিটের পরীক্ষা হয়নি যেখানে জালিয়াতির ঘটনা

ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা

ঘটেনি। আর এ বছরের এ জালিয়াতি ছিল অনেকটা 'ওপেন সিক্রেট' (প্রকাশ্য)। পরীক্ষা চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে প্রশ্নের রমরমা বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। আর এসব চক্রের পূর্ণ বিবরণী সহকারে গণমাধ্যমে বেশ কয়েক দফায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও কোনো এক অজানা কারণে তারা রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

জালিয়াতির ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার না করার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের রয়েছে জালিয়াত বাণিজ্যের এক বিশাল সিন্ডিকেট। যার সঙ্গে উচ্চ পদস্থ আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ অনেক রাজনৈতিক নেতাও জড়িত। আর তাদের চক্রের ক্ষমতার সম্পর্কে বোঝা যায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জালিয়াতচক্রের এক সদস্যের সঙ্গে কথা বলে। তিনি যুগান্তরকে বলেন,

বাইরে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

## বাইরে : মূল হোতারা ধরাছোঁয়ার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

'আপনারা রিপোর্ট করতে পারেন। কিন্তু কোনো লাভ নেই। কারণ গ্রেফতার যদি হয়েও যাই তাহলে সর্বোচ্চ ১৫ দিন হয়তবা আটক থাকতে হবে। তারপর আবার ছাড়া পেয়ে যাব'।

তবে পুলিশের সদিচ্ছা থাকলে জালিয়াতচক্রের সবাইকে গ্রেফতার করা সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ আটককৃতদের মধ্যে এমন কেউই নেই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের তথ্য প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ করেছে। যেদিন তাদের আটক করা হয়েছিল সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে তারা সবাই অকপটে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের নাম বলে যাচ্ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তখন বলা হচ্ছিল তোমাদের যা বলার থানায় গিয়ে বলবে। আর এ চক্রের মূল হোতাদের গ্রেফতার করতে না পারায় তারা এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। যার প্রমাণ মিলে বর্তমানে অনুষ্ঠিত অন্য পরীক্ষাগুলো থেকে। জেএসসি পরীক্ষার পূর্ণ প্রশ্নপত্র পরীক্ষার কয়েকদিন আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। পিএসসি পরীক্ষায়ও একই অবস্থা। যে প্রশ্নপত্রে আজ পরীক্ষা হচ্ছে তা শিক্ষার্থীরা আরও কয়েকদিন আগেই পেয়ে গেছে। গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের পরও যার প্রতিকার সম্ভব হচ্ছে না।

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ইউসিসির (UCC) বিরুদ্ধে। ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত 'ক' ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনায় আটক কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এ তথ্য পাওয়া গেছে। কোচিং ব্যবসার আড়ালে তারা এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সিনেট অধিবেশনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকও এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। জালিয়াতির অভিযোগে আটক সাদিয়া সুলতানা বলেন, আমি ইউসিসির মাসুম নামের এক শিক্ষকের সঙ্গে চার লাখ টাকার চুক্তি করি। বিনিময়ে সে আমাকে ঢাবিতে চান্স পাইয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়। সে আমাকে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি একটি ক্যালকুলেটর দেয়। যার মধ্যে মোবাইল ডিভাইস বসানো ছিল। পরীক্ষা শুরু হলে আমার ডিভাইসটিতে ক্ষুদেবার্তা পাঠাতে থাকে। আমি তা দেখে ওএমআর পূরণ করাকালীন ধরা পড়ি।

শাহবাগ থানার তদন্ত কর্মকর্তা আবদুল জলিল যুগান্তরকে বলেন, যদিও মূল হোতাদের কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তবে তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। পত্রিকায় যাদের নাম এসেছে আমরা তাদের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতি পেলে প্রমাণ-সাপেক্ষে আমারা তাদের গ্রেফতার করব। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যারা আছে তাদেরও খোঁজা হচ্ছে, পেলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আমজাদ আলী বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বেশিরভাগ ঢাকা কলেজের। তবে বিশ্ববিদ্যালয়েরও কিছু শিক্ষার্থী রয়েছে। যদি তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে আমি নিজ হাতে তাদের ধরিয়ে দেব। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষার্থে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।